আবদুর রউফ চৌধুরী
(১৯২৯–১৯৯৬)

আবদুর রউফ চৌধুরীর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তাঁর লেখা যা প্রকাশিত হয়েছিল জনকণ্ঠে এবং তাঁর রচনাবলীর বেশ কিছু লেখা পাঠ করার সৌভাগ্যে। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁর ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বঙ্কিমের কথাই মনে হয়েছে। তাঁর রচনা থেকে দেখেছি, তাঁর মধ্যে কী প্রবণতা, কী প্রচণ্ড প্রেরণা সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্যে। তাঁর জীবনের যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে যে স্পৃহা লক্ষ করেছি সেটা হল– সমাজকে জাগিয়ে তোলার একটি স্বপ্ন; যা দেখে আমি অবিভূত হয়েছি। তাঁর একটি স্বপ্ন ছিল– সে স্বপ্ন ছিল বিশাল। তাঁর একটি চেষ্টা ছিল– সে চেষ্টা ছিল ব্যাপক। সমাজকে জাগিয়ে তোলার যে আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রতিটি লেখার প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে দেখেছি এবং বুঝতে পেরেছি তা থেকে বোঝা যায় তিনি একজন বৃহত্তর চারণ– পৃথিবী দেখে, জীবন সম্বন্ধে জেনে, যা দেখেছেন যে-মুহূর্তে, তার সঙ্গে জীবনের বহুকথা তিনি নানাভাবে তাঁর রচনায় চিত্ররূপ দিয়েছেন।

আসলে মানুষের জীবন কী? সেই জীবনের প্রকৃত অর্থ কী? জীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের জীবন-প্রাণ প্রশ্ন– 'আমরা জীবন নিয়া কি করিব!' এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই যার যার মতো করে বুঝি; কিন্তু বিশেষ করে একজন লেখক, একজন কবি বুঝেন: দিন-দুপুরে গন্ধের সন্ধানই জীবন। সৎ মানুষের সন্ধানই জীবন। ভাল মানুষের সন্ধানই জীবন। প্রশ্ন আরও হতে পারে– 'মানুষের জীবন কি দিয়া তৈরি?', 'আমাদের জীবনের শেষ কি?', 'এই জীবনের কর্তব্য কী?' একজন সমাজের সচেতন মানুষ, একজন সমাজসেবক আজীবন এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ান। আবদুর রউফ চৌধুরী এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যেমন দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আবদুর রউফ চৌধুরী গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন এসবের মাধ্যমে তিনি উত্থাপন করেছেন বাস্তবতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন।

যাঁরা প্রকৃত মানুষ তাঁরা পূর্ণিমার চাঁদ, খণ্ড খণ্ড কাজে তাঁরা জীবনের পূর্ণতা লাভ করেন। আসলে আমাদেরকে যায় না বোঝানো। একটি আকাশে বহু তারা থাকে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি শহরে বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্ব ছড়িয়ে আছেন, তাঁরা আজীবন বড় শহর থেকে, রাজধানীর মানুষ থেকে দূরে বসে সাহিত্য রচনা করেন। গুণী মানুষ যেখানেই থাকেন না কেন তাঁর কদর করতে হয়। হবিগঞ্জের তথা বাংলাদেশের কৃতী সন্তান আবদুর রউফ চৌধুরী, যিনি আজীবন ঢাকার বাইরে থেকে হবিগঞ্জ থেকে, বিলাত থেকে সাহিত্যচর্চা করেছেন, তিনি তাঁর সততায় ও সৎ-জ্ঞানে এই সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে, সমাজের কুকর্মের বিরুদ্ধে তাঁর মানব-দরদী মন বিদ্রোহ করেছে। আমাদের চোখ খোলার জন্য তিনি অহরহ কাজ করেছেন। এই কৃতী পুরুষের জীবন সংগ্রামী জীবন, বিশাল কর্মময় জীবন; আমি অল্প কথায় তা তুলে ধরতে পারব না।

আমি জানি, দ্রোহী কথাসাহিত্যিক আবদুর রউফ চৌধুরী একুশের সভামঞ্চে প্রতিবাদ জানাতে জানাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর বিজয়ী মৃত্যু। তাঁর প্রতিবাদী মৃত্যু। সেই মহান লেখক, প্রতিবাদী লেখক, দ্রোহী কথাসাহিত্যিকের প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মহাদেব সাহা

কবি।